বয়ান: হযরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দামাত বারাকাতুহুম)
সংকলন ও সম্পাদনা: জুনায়েদ আশফাক, পাকিস্থান

তানজানিয়ায় তাবলিগি জামাতের মারকাযে হযরত মুফতি মুহাম্মদ তাকি উসমানি (দামাত বারাকাতুহুম)-এর প্রভাবশালী বয়ান (বক্তৃতা)

(প্রারম্ভিক ভূমিকার প্রায় এক মিনিটের অংশ বর্তমানে অনুপলব্ধ থাকায় তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। তবে মূল বক্তব্য যেখানে থেকে শুরু হচ্ছে, সেই অংশ এখানে উপস্থাপন করা হলো। - জুনায়েদ)

(আমার প্রিয় ভাইয়েরা, বন্ধুরা, এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ! দ্বীনের কাজ এভাবে হয় না যে প্রথমে বিশাল পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে, তার নকশা আঁকতে হবে, বাজেট অনুমোদন করাতে হবে, অথবা এটির সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদন (Feasibility Report) প্রস্তুত করতে হবে। দ্বীনের কাজ একজন মানুষের মাধ্যমে শুরু হয়। এ বিষয়টি স্বয়ং নবী করিম, বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার পবিত্র জীবন দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন। যখন তিনি এই পৃথিবীতে আগমন করেন, তখন তিনি সম্পূর্ণ একা ছিলেন— কোনো সঙ্গী ছিল না, কোনো সহায়ক ছিল না, কোনো দল ছিল না, কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কোনো সম্পদ ছিল না।তবুও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হেরা গুহায় তাঁকে এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করলেন।

"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (পড়ো তোমার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন)।

এর অর্থ কী? অর্থ হলো, এখন আপনার দায়িত্ব কী? আপনাকে দুনিয়ার সামনে সত্যের বার্তা পৌঁছে দিতে হবে! কিন্তু কী উপায়ে এই বার্তা পৌঁছাবেন? আপনি কি এর জন্য কোনো মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবেন? কোনো কেন্দ্র নির্মাণ করবেন? কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবেন? কোনো সংগঠন তৈরি করবেন? আর যদি সংগঠন তৈরি করেন, তাহলে কি সেই সংগঠন হবে কোনো সভাপতি, সম্পাদক, পরিচালক এবং কোষাধ্যক্ষ সমন্বিত একটি প্রতিষ্ঠান?

না!! কেবল একটিই উপায় আছে— "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (তোমার প্রভুর নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন)।

অর্থাৎ, এই কাজ, যা আমরা তোমার ওপর অর্পণ করছি, তা হলো— পড়ো এবং দুনিয়ার সামনে তুলে ধরো! কিন্তু কী পড়তে হবে? এটাও নির্দিষ্ট করা হয়নি! আরবী ভাষায় যখন ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় কিন্তু তার কর্তা বা বস্তু (object) উল্লেখ করা হয় না, তখন তার অর্থ হয় সবকিছু পড়ো, সবকিছু পড়াও! আকিদা (বিশ্বাস) পড়ো, ইবাদত (উপাসনা) পড়ো, নৈতিকতা পড়ো, সামাজিকতা পড়ো, জীবনযাপনের পদ্ধতি পড়ো! এসব পড়ে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করো, এবং মানুষকে এর দিকে আহ্বান করো। কিন্তু এর জন্য মাধ্যম কী হবে?

কোনো পরিকল্পনা নেই, কোনো প্রকল্প নেই, কোনো বাজেট নেই, কিছুই নেই! শুধুমাত্র একটি বাজেট আছে— "بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ" (তোমার প্রভুর নামে এই কাজ করো, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন এই নির্দেশ দেওয়া হলো— "اقْرَأْ" (পড়ো), তখন তিনি প্রথমেই বললেন, "ما انا بِقارِئٍ" (আমি তো পড়তে জানি না!)। তিনি বললেন— আমি কখনো পড়াশোনা করিনি, পড়তে জানি না, লিখতেও জানি না! তাহলে কীভাবে আপনি আমাকে বলছেন যে আমি পড়ি?! এটা এক সাধারণ প্রশ্ন ছিল, যার জাগতিক উত্তর হতে পারত—"তাহলে পড়তে শেখো! কোনো বিদ্যালয়ে ভর্তি হও, পড়াশোনা করো, তারপর পড়ো!" কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যাকে পাঠিয়েছিলেন, সেই ফেরেশতা (জিবরাইল আলাইহিস সালাম) এটা বলেননি! বরং তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বুককে জড়িয়ে শক্ত করে চাপ দিলেন, তারপর বললেন— "اقْرَأْ" (পড়ো!) এর অর্থ কী? এই পড়াশোনা কোনো বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, বা পাঠশালার মাধ্যমে অর্জন করার বিষয় নয়! তোমার বুকে সরাসরি জ্ঞানের আলো প্রবাহিত করা হবে, যা কোনো বিদ্যালয়ে শেখা সম্ভব নয়! প্রথমবার চাপ দেওয়ার পরও তিনি বললেন— "ما انا بِقارِئٍ" (আমি পড়তে জানি না)। দ্বিতীয়বার একই ঘটনা ঘটল— তিনি বললেন "ما انا بِقارِئٍ"। তৃতীয়বার জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁর পবিত্র বুকে সমস্ত জ্ঞান প্রবাহিত করে দিলেন। এরপরই এই আয়াত অবতীর্ণ হলো—
"اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ, خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ, اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ, الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ"
(তোমার প্রভুর নামে পড়ো, যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে জমাট বাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো, আর তোমার প্রভু সর্বাধিক সম্মানিত, যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।)

এতেই বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে এই পৃথিবীতে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম কলম, লেখালেখি, শিক্ষা এবং পাঠদান। মানুষ লেখে, পড়ে, শেখে এবং অন্যকে শেখায়— এভাবেই জ্ঞান অর্জিত হয়। তবে... (বক্তব্য চলমান)

"عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ" (তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যা সে আগে জানত না।)

এক প্রকার জ্ঞান এমনও আছে, যা আল্লাহ তাআলা সরাসরি মানুষকে দান করেন। এটি সেই জ্ঞান, যা মানুষের আগে থেকে ছিল না।এই কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি ফেরেশতা পাঠিয়েছিলেন, যিনি তাঁর পবিত্র বুককে চেপে ধরে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সমগ্র জগতের জ্ঞান তাঁর অন্তরে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন। যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নবুয়তের দায়িত্ব অর্পিত হলো, এই দায়িত্বের ভার এতটাই গুরুতর ছিল যে তিনি শীতের কম্পন অনুভব করলেন। এভাবে তাঁকে এই মহাসম্পদ অর্পণ করা হলো! তাঁকে একা, সম্পূর্ণ একা এই দায়িত্ব দেওয়া হলো। এটা বলা হলো না যে— তুমি একটি দল তৈরি করো। তুমি একজন সভাপতি নিযুক্ত করো। তুমি একজন সম্পাদক ঠিক করো। তুমি একজন কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করো। তুমি একটি বাজেট নির্ধারণ করো। কিছুই বলা হলো না! শুধু একটি নির্দেশ ছিল— আমাদের আদেশ অনুযায়ী তুমি পড়তে থাকো!

আমাদের আদেশ অনুযায়ী তুমি আহ্বান জানাতে থাকো! আর এই দাওয়াতের শুরু হবে নিজের পরিবার থেকেই!

"وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ" (আর তোমার নিকট আত্মীয়দের সতর্ক করো।)

অর্থাৎ, তোমার সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো— তোমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের কাছে ঈমান ও তাওহীদের আহ্বান পৌঁছে দেওয়া! আল্লাহ তাআলা যখন দ্বীনের কাজ শুরু করান, তখন— আগে থেকে কোনো পরিকল্পনা করা হয় না। আগে থেকে কোনো সংগঠন গঠন করা হয় না। আগে থেকে কোনো বাজেট অনুমোদিত হয় না। আগে থেকে কোনো সম্ভাব্যতা যাচাই (feasibility) করা হয় না। বরং, আল্লাহ তাআলা কোনো একজন বান্দাকে মনোনীত করেন, তাঁকে দ্বীনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, আর তিনি কাজ শুরু করেন! আর যখন তিনি দ্বীনের জন্য কাজ শুরু করেন, তখন আল্লাহ নিজেই তাঁর দিকে মানুষকে টেনে আনেন।

"আমি একাই পথের দিকে যাত্রা করেছিলাম, কিন্তু
মানুষ আসতে থাকল, আর একসময় তা একটি কাফেলায় পরিণত হলো!"

আজ তোমরা দেখো— আলহামদুলিল্লাহ, দারুল উলুম দেওবন্দের জ্ঞান ও শিক্ষা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে দুনিয়ার অনেক কিছু দেখিয়েছেন। আমি বিশ্বের ছয়টি মহাদেশই দেখেছি। আমি বহু দূরবর্তী অঞ্চলেও গিয়েছি। আজ আমি প্রথমবারের মতো তানজানিয়ায় এসেছি। এর আগে আমি পুরো বিশ্ব ভ্রমণ করেছি। আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি, সেখানে দারুল উলুম দেওবন্দের সরাসরি বা পরোক্ষ প্রভাব দেখতে পেয়েছি। একবার আমি ইন্দোনেশিয়ায় ছিলাম। কিছু লোক আমাকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে গেল। এটি ছিল জনবসতি থেকে অনেক দূরে!
মাগরিবের সময় হয়ে গেল, তাই আমি সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম— "এখানে কি কোনো মসজিদ আছে? আমরা নামাজ আদায় করতে চাই।" তারপর আমরা একটি মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লাম। এরপর ইমাম সাহেব এলেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?" তিনি বললেন, "আমি দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেছি।" এই ছোট্ট মসজিদে, এক পাহাড়ের ওপরে, দ্বীনের আলো এখনও জ্বলছে! কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব হলো? এটা কি এমন ছিল যে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার আগে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী ও মাওলানা রশিদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহ.) একটি বিশদ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন? একটি প্লট কিনেছিলেন? একটি নকশা তৈরি করেছিলেন? এর মধ্যে নির্ধারণ করেছিলেন— কে আমির হবে, কে সভাপতি হবে, কে সম্পাদক হবে? না! এমন কিছুই হয়নি। বরং দুজন মানুষ ছিলেন— এক শিক্ষক ও এক ছাত্র। শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতভী (রহ.) ছাত্র মোল্লা মাহমুদ। তারা একটি আনার গাছের নিচে বসলেন। শিক্ষক পড়ানো শুরু করলেন। ছাত্র পড়া শুরু করল। এভাবেই শুরু হলো দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস। কোনো পরিকল্পনা ছিল না। কোনো বাজেট ছিল না। কোনো সংস্থা ছিল না। কোনো সংগঠন ছিল না। কিন্তু মানুষ একত্রিত হতে থাকল, আর একটি কাফেলা গড়ে উঠল।

এইভাবে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হলো। পরে, একটি ভবন নির্মাণ করা হলো। একটি ব্যবস্থাপনা গঠন করা হলো। একটি সংবিধান তৈরি করা হলো। একজন প্রধান নিযুক্ত করা হলো। একজন উপ-প্রধান নিযুক্ত করা হলো। একজন পরিচালক নিযুক্ত করা হলো। সবকিছু গঠিত হলো। কিন্তু মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? লক্ষ্য ছিল— ইলম (জ্ঞান)। এই সংগঠন, ব্যবস্থাপনা, উপাধি— এগুলো সবই গৌণ বিষয়। কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞান ও দ্বীনের প্রচার— এটাই ছিল আসল উদ্দেশ্য। পরে কিছু অসঙ্গতি দেখা দিল। দ্বীনি শিক্ষা মূল লক্ষ্য ছিল, কিন্তু সংগঠনের মধ্যে মতানৈক্য শুরু হলো। ফল কী হলো? দারুল উলুম দেওবন্দ দুই ভাগে বিভক্ত হলো— দারুল উলুম দেওবন্দ কাদিম (পুরাতন)। দারুল উলুম দেওবন্দ ওয়াকফ (নতুন)। কিন্তু "إِقْرَأْ" (পড়ো) তখনও সেখানে চলছে! "إِقْرَأْ" (পড়ো) এখানেও চলছে! শিক্ষা সেখানে হচ্ছে, শিক্ষা এখানেও হচ্ছে। দুই দিকেই দ্বীনের কাজ চলছে। প্রাথমিকভাবে ভুল হয়েছিল, মতানৈক্য হয়েছিল। কিন্তু তা নিয়ে বিবাদ করা উচিত নয়। মূল লক্ষ্য কি ছিল? সংগঠন গঠন করা? একজন প্রধান নিযুক্ত করা? একজন অধ্যক্ষ নির্বাচন করা? না! মূল লক্ষ্য ছিল— জ্ঞান অর্জন, শিক্ষা গ্রহণ। "إِقْرَأْ" (পড়ো)— এই মহান আহ্বান তখনও চলছে, এখনো চলছে। আজ যদি কেউ জিজ্ঞেস করে— "আমি দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই, কোথায় যাব?" একজন বলে— "আমি দারুল উলুম দেওবন্দ কাদিমে যেতে চাই।" অন্যজন বলে— "আমি দারুল উলুম দেওবন্দ ওয়াকফে যেতে চাই।" আমি বলব— "সুবহানাল্লাহ! যেখানে যেতে চাও, যাও! "إِقْرَأْ" (পড়ো) সেখানে হচ্ছে, "إِقْرَأْ" (পড়ো) এখানেও হচ্ছে।" যেখানে যেতে চাও, যাও! কিন্তু এটা কখনো ভাবো না যে, সেখানে যারা আছে তারা আমার শত্রু, আর এখানে যারা আছে তারা আমার বন্ধু। বরং, ওরাও ছাত্র, তোমরাও ছাত্র। ওরাও শিক্ষক, তোমরাও শিক্ষক। ওরাও দ্বীনের শিক্ষা দিচ্ছে, তোমরাও দ্বীনের শিক্ষা দিচ্ছ। মূল উদ্দেশ্যে তোমরা সবাই এক। তাই কেউ কাউকে শত্রু ভাববে না, কেউ কাউকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করবে না।

তাবলীগ জামাতের প্রসার ও শিক্ষা

আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে, তাবলীগ জামাত আজ সারা পৃথিবীতে দ্বীনের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে। আমি সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছি। দেখেছি— সাধারণ মানুষের মধ্যে তাবলীগ জামাতের মাধ্যমে যে পরিবর্তন এসেছে, তা অন্য কোনো দল বা সংগঠন আনতে পারেনি! তারা এর এক দশমাংশও অর্জন করতে পারেনি। কিন্তু এটা কীভাবে সম্ভব হলো? তাবলীগ জামাতের সূচনা কেমন ছিল? মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) কি প্রথমে কোনো সংগঠন গঠন করেছিলেন? কোনো নেতা নির্বাচন করেছিলেন? কোনো পরামর্শ পরিষদ (শুরা) তৈরি করেছিলেন? কোনো পরিকল্পনা করেছিলেন? কোনো কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন? কোনো জায়গা কিনেছিলেন? না! আল্লাহ তাআলা তাঁর হৃদয়ে একটি আগুন প্রজ্বালিত করে দিয়েছিলেন! এটা ছিল মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর হৃদয়ের সেই জ্বালাময়ী আগুন! দ্বীনের জন্য ব্যাকুলতা। উম্মতের কল্যাণের চিন্তা। মানুষকে দ্বীনের দিকে ফেরানোর ব্যাকুলতা। একজন একাকী মানুষ ছিলেন তিনি। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই, কোনো সংগঠন ছাড়া, কোনো কমিটি ছাড়া, কোনো বাজেট ছাড়া—তিনি মেওয়াতের মাটিতে দাঁড়িয়ে গেলেন!

"আমি তো একা-ই যাত্রা শুরু করেছিলাম, গন্তব্যের দিকে...
কিন্তু মানুষ আসতে থাকল, আর কাফেলা গড়ে উঠল!"

মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? দ্বীন প্রচার।নিজের আত্মশুদ্ধি।মানুষকে দ্বীনের পথে ডাকা। তিনি এই লক্ষ্য নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন! তিনি এই চিন্তায় পড়লেন না— আগে সংগঠন করতে হবে, কমিটি গঠন করতে হবে, নেতা নির্বাচন করতে হবে! না! তিনি শুধু কাজ শুরু করলেন। কেন? কারণ এতে إخلاص (বিশুদ্ধ নিয়ত) ছিল! এতে লৌকিকতা ছিল না। এতে খ্যাতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এতে নাম-যশের মোহ ছিল না। তিনি চাইলেন না যে— আমার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক! মানুষ আমার প্রশংসা করুক! সবাই আমার গুণগান করুক! না! তিনি কেবল এটাই চেয়েছিলেন যে, আমি যখন আল্লাহর সামনে দাঁড়াব, তখন বলতে পারব... "হে আল্লাহ! আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি!" "হে আল্লাহ! আপনার দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য আমি যা করতে পারতাম, সবকিছু করেছি।" এটাই উদ্দেশ্য ছিল, নাকি অন্য কিছু? না! এটাই উদ্দেশ্য ছিল! কোনো দল গঠন করা উদ্দেশ্য ছিল না। কোনো সংগঠন গঠন করা উদ্দেশ্য ছিল না। কোনো পদ-পদবি অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল না। কোনো রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা উদ্দেশ্য ছিল না। কোনো বাজেট নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য ছিল না। একাই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন!

কিন্তু বাস্তবে কী ঘটে? পরবর্তীতে নেতা নিয়োগ করা হয়, সম্পাদক নির্বাচন করা হয়, শুরা (পরামর্শ পরিষদ) গঠন করা হয়। কিন্তু এগুলোই কি উদ্দেশ্য? না! সংগঠন উদ্দেশ্য নয় যেমন আমি আগেও বলেছি— রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের একত্র করেছিলেন, কিন্তু কোনো সংগঠন তৈরি করেননি। দারুল উলুম দেওবন্দ শুরু হয়েছিল একজন শিক্ষক ও একজন ছাত্র দিয়ে, কোনো আনুষ্ঠানিক সংগঠন ছাড়াই। **সংগঠনের ফিতনা কিভাবে শুরু হয়?** সমস্যা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন সংগঠনকে উদ্দেশ্য বানিয়ে ফেলা হয়। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের কাজ করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা, খালেস নিয়তে কাজ করা! কিন্তু পরবর্তীতে সংগঠনই মুখ্য হয়ে গেল! "যে আমার সংগঠনের, সে আমার লোক।" "যে আমার সংগঠনের নয়, সে আমার শত্রু!" এটাই হলো ফিতনা! দুঃখের বিষয়, এই ফিতনা মুসলমানকে মুসলমানের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এমনকি হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত হয়েছে! মানুষ পরস্পরকে পিটিয়েছে! বিগত দিনে বাংলাদেশে যা ঘটেছে, তা শুনলে হৃদয় রক্তাক্ত হয়ে যায়! **যদি মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (রহ.) জীবিত থাকতেন...** তিনি এ ঘটনা দেখে নিশ্চয়ই রক্তের অশ্রু ঝরাতেন! তিনি তো কোনো নেতৃত্ব চাননি। তিনি কোনো খ্যাতি চাননি। তিনি কোনো সংগঠন গঠনের ইচ্ছা পোষণ করেননি। যদি সংগঠন ভাগ হয়ে যায়, তাহলে হোক! আমরা প্রথমে চেষ্টা করেছিলাম যেন বিভক্তি না হয়, কিন্তু তা ঠেকানো সম্ভব হয়নি। এখন বলো, সংগঠনই কি উদ্দেশ্য, নাকি দ্বীনের কাজ? কাজটাই কি প্রধান, নাকি কোনো নির্দিষ্ট দলের সঙ্গে যুক্ত থাকা? **যদি দ্বীনের কাজই উদ্দেশ্য হয়, তাহলে আল্লাহর জন্য বিভেদ ভুলে যাও!** যে-ই আল্লাহর নাম নেয়, তাকে স্বাগত জানাও! যে-ই দ্বীনের দিকে মানুষকে আহ্বান করে, তাকে আপন ভাবো! তার সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক রাখো, শত্রুতা নয়! **তোমরা কি এই জন্য লড়াই করবে??** কাজ হলো "إقْرَأْ" (পড়ো!) কেউ যদি "ফজিলত আমল" পড়ে, তাকে পড়তে দাও। কেউ যদি "মুন্তাখাব হাদীস (নির্বাচিত হাদিস)" পড়ে, তাকে পড়তে দাও। একজন যদি একটি পদ্ধতিতে শেখে, অন্যজন আরেকটি পদ্ধতিতে শেখে, তবে তা মেনে নাও।

মুসলমানদের বিভক্তি এমন কিছু নয় যা রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো অনুমোদন করেছেন! যদি কেউ আমার কাছে দ্বীন শিখতে আসে, তাহলে আমি কী চাইব? আমি কি এটা চাইব যে সে কেবল আমার কাছেই শিখবে? সে অন্য কারো কাছে যাবে না? না! যদি কেউ মাওলানা আরিফ ভাইয়ের কাছে দ্বীন শিখতে যায়, আমি কি চাইব যে সে ওখানে না গিয়ে শুধু আমার কাছেই শিখুক? না! মূল উদ্দেশ্য হলো দ্বীনের শিক্ষা! সংগঠন নয়, দল নয়, বিভেদ নয়! তাকে সরিয়ে দাও! তাকে আমার কাছে পাঠাও! এটা বলো— এতে কি নিষ্ঠা (ইখলাস) থাকবে, নাকি দেখানো (রিয়া) হবে? যদি কেউ দ্বীন শিখতে আসে এবং একটি নির্দিষ্ট দলের মাধ্যমে শেখে, তাহলে তুমি কেন তাকে শত্রু ভাববে? যদি তোমার মাধ্যমেও দ্বীন শেখা হয়, তাহলে সেটাও একই কাজই হচ্ছে, তাই না?

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) সম্পর্কে তাবেঈনরা বলেন— আমরা যখন কোনো সাহাবির কাছে কোনো মাসআলা জানতে যেতাম, তিনি বলতেন: "ভাই, অমুক আলেমের কাছে যাও, তিনি বড় আলেম!" আমরা যখন তার কাছে যেতাম, তিনি বলতেন: "অমুক আলেমের কাছে যাও, তিনি বড় আলেম!" এভাবে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত প্রথম ব্যক্তির কাছেই ফিরে আসতাম! কেন? কারণ তাঁরা চাইতেন— দ্বীনের জ্ঞানের ফজিলত তাঁর ভাই অর্জন করুক! আজকের দুনিয়া কী নিয়ে ব্যস্ত? "ক্রেডিট (Credit) নেওয়া!" "সাফল্যের মালা কার গলায় পড়বে?" "কার নাম মানুষ নেবে?" "কে বলবে, এটা তার সবচেয়ে বড় কীর্তি?" আমি শপথ করে বলছি! যদি মাওলানা ইলিয়াস (রহ.)-এর মনে এতটুকুও চিন্তা আসত যে— "আমার নাম হোক, আমি দ্বীনের দাওয়াতের দায়িত্ব নিয়েছি!"— তাহলে তিনি কখনো এই দাওয়াতের কাজ শুরুই করতেন না! তাঁর অন্তরে ছিল শুধু— আন্তরিকতা (ইখলাস)! আল্লাহর জন্য খাঁটি নিয়ত (লিল্লাহিয়াত)! এই একমাত্র লক্ষ্য যে, আল্লাহর দ্বীনের কোনো উপকার হয়! কিন্তু আজ আমরা কোথায় এসে পড়েছি? যে আমাদের পছন্দের সংগঠনে আছে, সে আমাদের লোক। যে অন্য সংগঠনে যায়, সে আমাদের নয়! সে আমাদের শত্রু! আমরা তার বিরুদ্ধে লড়ব! প্রয়োজনে তাকে মারধর করব! প্রয়োজনে হত্যা পর্যন্ত করব! (নাউজুবিল্লাহ) যদি এমন অবস্থা আসে, তাহলে নিশ্চিত বুঝে নাও— শয়তান তার জায়গা করে নিয়েছে!

হে মুসলিম উম্মাহ! সতর্ক হও! যদি মুসলমান এমন পর্যায়ে চলে যায় যে, একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে তলোয়ার তোলে, একজন আরেকজনের দিকে পাথর ছোড়ে, একজন আরেকজনের দিকে গুলি চালায়, একজন আরেকজনকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়...তাহলে এটা কার কাজ? এটা শয়তানের কাজ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না! **হে আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধুরা!** আজ আমার সামনে এই কথা বলার সুযোগ এসেছে, তাই আমি বলতে চাই... "আলহামদুলিল্লাহ! এই ইজতেমায় উভয় দলের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।" এ কথা শুনে আমার অত্যন্ত আনন্দ হয়েছে যে, একটি এমন জায়গা পাওয়া গেছে, যেখানে উভয় দল একত্রিত হয়েছে! আল্লাহর জন্য একত্রিত হয়েছে! আল্লাহর দ্বীনের জন্য একত্রিত হয়েছে! আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য একত্রিত হয়েছে! **ইন শা আল্লাহ, এখানে বরকত বর্ষিত হবে! এখানে আল্লাহর রহমত নাজিল হবে!** তাই, নিজের অন্তর থেকে হিংসা (কীনা) দূর করো! নিজের অন্তর থেকে বিদ্বেষ (বুঘয) মিটিয়ে ফেলো! একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুতার পথ বন্ধ করো! আমরা হয়তো আলাদা হয়ে গেছি, কিন্তু মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন! **আর সেই লক্ষ্য কী?**

"إقرأ باسم ربك الذي خلق" (পড়ো! তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন!)

আমি হয়তো অনেক সময় নিয়েছি, কিন্তু সংক্ষেপে বলি: "إقرأ" (পড়ো) – এটাকে শক্ত করে ধরে রাখো! দ্বীন পড়ো! দ্বীন শেখাও! দ্বীন প্রচার করো! মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকো! যে কেউ মানুষকে দ্বীনের দিকে ডাকছে, তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ভাই মনে করো! ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা, ও সৌহার্দ্যের সাথে জীবন কাটাও! মাওলানা ইলিয়াস (রহ.), মাওলানা ইউসুফ (রহ.), মাওলানা ইন'আমুল হাসান (রহ.) তাঁদের আত্মা, বরকত ও নূর এখনো বিরাজমান! তাই আল্লাহর জন্য এই দ্বীনী কাজকে নষ্ট করো না! শত্রুতা, বিদ্বেষ, লড়াই, সংঘাত – এসবের কারণে বরবাদ করো না! মূল উদ্দেশ্য যেন অর্জিত হয়! যে কেউ দ্বীনের কাজ করছে— তাকে স্বাগত জানাও! আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে তাওফিক দান করুন!

اللهم يا ارحم الراحمين (হে দয়াময়, আমাদের রহমত দান করুন!)

1

خطاب: حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم

ضبط وترتیب: جنید اشفاق انکی

تنزانیہ میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم کا فکر انگیز خطاب

(شروع کا تمہیدی حصہ تقریباً ایک منٹ کا، فی الوقت دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ضبط نہ ہوسکا تاہم اصل گفتگو جہاں سے شروع ہورہی ہے وہ حصہ پیش خدمت ہے۔ جنید)

(میرے بھائیو دوستو بزرگو!) دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے اس کے بہت بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس کے نقشے تیار کیے جائیں، اس کا بجٹ منظور کرایا جائے اس کی feasibility report تیار کی جائے۔ دین کا کام ایک آدمی سے شروع ہوجاتا ہے۔ اور یہ بات خود نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتِ طیبہ سے ثابت کردی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تن تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی وسائل نہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ جلّ جلالہ نے غارِ حرا میں آپ کے سپرد فرمادی اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

کیا معنی؟ کہ اب آپ کا کام کیا ہے؟؟ دنیا کے سامنے حق کا پیغام پڑھ کر سنانا! کن وسائل کے ذریعے سنانا ہے؟ کیا آپ اس کے لیے کوئی مدرسہ بنائیں گے؟ کوئی مرکز تعمیر کریں گے؟ کوئی درسگاہ بنائیں گے؟ کوئی جماعت بنائیں گے، کوئی انجمن بنائیں گے؟ وہ انجمن صدر، سیکٹری، ناظم اور خازن وغیرہ پر مشتمل ہوگی؟

2

نہیں!! ایک ہی واسطہ ہے، اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

یعنی یہ کام جو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں، پڑھو، دنیا کے سامنے! اب کیا پڑھو؟ یہ بھی نہیں! عربی زبان میں جب مفعول موجود نہیں ہوتا، فعل آ رہا ہے، مفعول نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے سب کچھ پڑھاؤ۔ سب کچھ پڑھو۔ عقیدہ پڑھو، عبادات پڑھو، اخلاق پڑھو، معاشرت پڑھو، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو۔ یہ سب پڑھ کر سناؤ ساری دنیا کو۔ اور اپنے اس پڑھے ہوئے کلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کچھ نہیں!! صرف ایک بجٹ ہے۔ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ اپنے اس پروردگار کے نام پر یہ کام کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔

سرکار دو جہاں رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم آیا اقرأ، پڑھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے پہلے ہی فرمایا: ما أنا بقاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نے ساری زندگی پڑھنا نہیں سیکھا، نہ پڑھنا جانتا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں، تو آپ مجھے کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ تم پڑھو! یہ سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے! اس کا ایک جواب یہ ہوسکتا تھا دنیا کے حساب سے کہ اگر پہلے خود نہیں پڑھا تو پڑھنا سیکھو، کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لو، پڑھنا سیکھو، پھر پڑھو لیکن اللہ جل جلالہ نے جس فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس طرح پڑھو، بلکہ آپ کے سینہ مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا اقرأ پڑھو، کیا مطلب؟ کہ آپ کو پڑھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کے لیے کسی سکول میں، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سینہ اقدس میں براہ راست مضمون ڈالے جائیں گے، جو مدرسے میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ دبایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما أنا بقاری دوبارہ دبایا پھر فرمایا ما أنا بقاری تیسری بار دبایا، تیسری بار دبانے کے بعد سینۂ اقدس پر سارے علوم اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے وارد کر دیے گئے۔ اور پھر آگے آیات آئیں۔

اقرأ باسم ربك الذى خلق ، خلق الانسان من علق ، اقرأ و ربك الاكرم ، الذى علم
بالقلم، علم الانسان مالم يعلم -

بتا دیا کہ دنیا کے اندر بیشک ہم نے علم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم کو بنایا ہے، قلم سے لوگ لکھتے ہیں پھر پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھانے والے اس کو پڑھاتے ہیں، پھر جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن

علم الانسان مالم یعلم

ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو باری تعالیٰ براہ راست عطا فرماتے ہیں، وہ علم جو اس کو حاصل نہیں تھا، تو آپ کے پاس ہم نے فرشتہ بھیجا ہے جو آپ کے سینہ اطہر کو دبا کر ساری دنیا کے اولین و آخرین کے علوم آپ کے سینہ اقدس میں جمع کر دے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی، نبی بننے کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی، اس کا بوجھ اتنا ہوا کہ جاڑا چڑھ گیا، یہ سارا کام اس طرح سپرد کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو!! تن تنہا، یہ نہیں کہا کہ آپ کوئی جماعت بنا لینا، اس کا ایک صدر بنا لینا، اس کا ایک سیکٹری بنا لینا، اس کا ایک خازن بنا لینا، اس کا ایک بجٹ متعین کر لینا، کچھ نہیں!! بس ہمارے حکم کی تعمیل میں پڑھتے جاو! ہمارے حکم کی تعمیل میں دعوت دیتے جاو! اور سب سے پہلے آپ آغاز کرو اپنے خاندان والوں سے!

وانذر عشیرتك الاقربین

اپنے قریب ترین خاندان والوں کو سب سے پہلے جا کر دعوت دو۔ ایمان کی، توحید کی!

اللہ جل جلالہ جب دین کا کام شروع کراتے ہیں تو پہلے سے منصوبے نہیں بنتے، پہلے سے تنظیمیں نہیں بنتیں، پہلے سے بجٹ منظور نہیں ہوتے، پہلے سے feasibility تیار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا کوئی بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کے اوپر القاء فرما دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو اور وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود لوگ اس کے پاس کھینچ کھینچ کر لاتے ہیں۔

میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا

آج آپ دیکھتے ہو کہ الحمد للہ دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ مجھے اللہ تبارک وتعالیٰ نے دنیا بہت دکھائی، دنیا کے چھ کے چھ براعظم میں نے دیکھے ہیں، اور دور دراز دنیا کے علاقوں میں بھی جانا ہوا، اتفاق سے تنزانیہ پہلی بار آیا ہوں، ورنہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں گیا ہوں تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا براہ راست یا بلواسطہ فیض آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ میں انڈونیشیا میں تھا، لوگ مجھے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، عام بستی سے بہت دور! وہاں مجھے مغرب کی نماز کا وقت پیش آیا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ بھئی کوئی مسجد؟ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مسجد میں جا کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے

4

بعد امام صاحب آئے ، ان سے ملاقات ہوئی کہ بھئی آپ کہاں سے ہیں ؟ کہا جی ! میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوں ۔ اس چھوٹی سی مسجد میں ، پہاڑ کی ایک مسجد میں بھی ، وہ دین کا دِیا ، چراغ روشن کیے ہوئے ہیں ۔

یہ کیسے ہوا ؟ یہ اس طرح ہوا؟ ایسا نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہما اللہ نے ایک نقشہ بنایا ہو ، ایک پلاٹ خریدا ہو ، اور پلاٹ کے اندر نقشہ بنایا ہو اور اس میں یہ بتایا ہو کہ یہ امیر ہوگا ، یہ صدر ہوگا ، یہ سیکٹری ہوگا بلکہ وہ دو آدمی تھے ۔ ایک استاد ایک شاگرد ۔ استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاگرد ملا محمود دونوں انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے ۔ استاد نے پڑھانا شروع کر دیا ، طالب علم نے پڑھنا شروع کر دیا ، اور یہاں سے آغاز ہوا ۔ کوئی منصوبہ نہیں ، کوئی پلان نہیں ، کوئی دستور نہیں ، کوئی تنظیم نہیں ، وہیں شروع ہو گیا ۔ لیکن

؎ لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا

اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا ، لیکن بعد میں اس مدرسے کی عمارت بھی بنی ، اس کا نظام بھی بنا ، اس کا دستور بھی بنا ، اس کا مہتمم بھی ہوا ، نائب مہتمم بھی ہوا ۔ ناظم بھی ہوا ، سب کچھ ہوا ۔ لیکن مقصود کیا تھا ؟ مقصود صرف اِقْرَأْ تھا ۔ یہ سب چیزیں جو تھیں ، یہ ثانوی درجے کی تھیں ، یہ مقصود نہیں ، تنظیم مقصود نہیں ، جماعت مقصود نہیں ، صدر ، سیکٹری مقصود نہیں ، امیر مامور مقصود نہیں ، مقصود کیا ہے؟؟ علم !! اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کام کرتا چلا گیا ۔ بعد میں کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ علم جو مقصود تھا اس کے بجائے یہ جو تنظیم تھی ، اس میں کچھ جھگڑے پیدا ہو گئے ، تنظیم پہ جھگڑے ہو گئے ، علم میں جھگڑا نہیں ہوا ، تنظیم میں ہو گیا ، نتیجہ کیا ہوا ؟ تنظیمیں تو دو ہو گئیں ، ایک دارالعلوم دیوبند قدیم ، ایک دارالعلوم دیوبند وقف ۔ لیکن اِقرأ وہاں بھی ہو رہا ہے ، اِقرأ یہاں بھی ہو رہا ہے ۔ پڑھایا وہاں بھی جا رہا ہے ، یہاں بھی جا رہا ہے ۔ دونوں کام چل رہے ہیں ۔ لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ، شروع میں ہوا ، غلطی ہوئی ، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا ، لیکن مقصود کیا تھا؟ تنظیم تھی ؟ مہتمم ہونا تھا؟ صدر مدرس ہونا تھا ؟ نہیں !! مقصود علم تھا ، اِقْرَأْ تھا ۔ وہ اِقرأ وہاں بھی ہو رہا ہے ، وہ اِقْرَأْ یہاں بھی ہو رہا ہے ۔ مقصود حاصل ہے ۔ اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاؤں ؟ وہ اگر کہے کہ میں دارالعلوم دیوبند قدیم میں جانا چاہتا ہوں ، دوسرا کہتا ہے کہ میں دارالعلوم وقف میں جانا چاہتا ہوں ، میں نے کہا سبحان اللہ ! جہاں جانا چاہو ، چلے جاؤ ، اِقْرَأْ وہاں بھی ہو رہا ہے اِقْرَأْ یہاں بھی ہو رہا ہے ۔ لہٰذا جہاں

چاہو چلے جاؤ اور بس یہ نہ سمجھو کہ جو وہاں ہے وہ میرا دشمن ہے، اور جو یہاں ہے وہ میرا دوست ہے بلکہ وہ بھی طالب علم یہ بھی طالب علم، وہ بھی معلم یہ بھی معلم ، وہ بھی دین کا درس دے رہا ہے، یہ بھی دین کا درس دے رہا ہے ، اصل مقصود میں دونوں متحد ہیں ، لہذا کوئی کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے ، کوئی اپنے آپ کو کسی کا مخالف نہ سمجھے۔اسی طرح اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم سے تبلیغی جماعت نے ساری دنیا کے اندر اپنا فیض پھیلایا ہوا ہے، اور وہاں کا عالم بھی یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں ، ساری دنیا کی سیریں کی ہیں ،لیکن عوام الناس میں اتنا فائدہ تبلیغی جماعت کے ذریعے پہنچایا ،کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرسکی ، دسواں حصہ بھی پیدا نہیں کرسکی ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس میں برکت دی،لیکن کیسے؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی ؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا ؟ کوئی شوری بنائی تھی ؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا ؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی ؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ نے اگ پیدا کردی ۔ وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ! جو دل میں پیدا کردی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ اکیلا آدمی !! اس وقت اکیلے ہی تھے، کیا پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی؟ ، پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی؟ پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا ؟ اکیلا انسان !! مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی۔ دین کی آگ !! امتِ مسلمہ کی فلاح و بہبود کی آگ ! اس نے کھڑا کردیا میوات میں جاکے۔کوئی جماعت بنائے بغیر،

میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا

اصل مقصود دعوت تھا، اصل مقصود اپنی اصلاح تھی ، اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا۔دین کی طرف بلانا تھا ، اس مقصود کو لے کر کھڑے ہوگئے ، اس فکر میں نہیں پڑے کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائیں ، پہلے سے کوئی مجلس بنائیں ، پہلے سے کوئی شوری بنائیں ، پہلے سے امیر متعین کریں ، کچھ بھی نہیں!! کام شروع کردیا۔ کام میں چونکہ اخلاص تھا ، للّٰہیت تھی ، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا ، شہرت مقصود نہیں تھی ، نام ونمود مقصود نہیں تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا میں ، ساری دنیا میرے قصیدے پڑھا کرے ، میری تعریفیں کیا کرے ، یہ نہیں تھا !! کیا تھا؟؟ دل میں تھا کہ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہوسکوں کہ یا اللہ

6

آپ کے دین کو بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا میں نے کر دیا۔ یہ تھا مقصود یا کوئی اور تھا؟؟؟ یہ مقصود تھا! کوئی جماعت مقصود تھی؟؟ کوئی انجمن؟؟ کوئی تنظیم؟؟ کوئی سیاست؟ کوئی سیکٹری؟ کوئی بجٹ؟ کچھ نہیں!! اکیلے کھڑے ہو گئے۔ لیکن عملا ہوتا یہ ہے کہ پھر بعد میں امیر بھی بنا دیے جاتے ہیں، سیکٹری بھی ہو جاتے ہیں، شوری بھی بن جاتی ہے۔ لیکن وہ مقصود نہیں، تنظیم مقصود نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام ؓ کو جمع کرلیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی، دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا استاد شاگرد سے، کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی، مقصود اصلی حاصل ہے۔

بسا اوقات ہوتا کیا ہے کہ خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جائے، مقصد تھا کام!! اللہ کا دین!! اللہ کی رضا!! اخلاص کے ساتھ، مقصد وہ تھا، بعد میں تنظیم مقصد بن گئی، جو میری تنظیم کا ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ فتنہ پیدا ہو گیا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس فتنے نے مسلمان مسلمان کو لڑا دیا، نوبت قتل و غارت گری تک پہنچ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا۔ اس کو سن کر انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے، اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شہرت کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، اگر تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو!! ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ ایسا نہیں ہو سکا۔ بٹوارا ہو گیا، اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ بتاؤ!! کام مقصود ہے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ ہونا مقصود ہے؟ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق مٹاؤ!! جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس کو خوش آمدید کہو! اس کو اپنا سمجھو! اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو! اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو! کیا اس بنا پر لڑو گے؟؟ حکم تو اِقرا کا ہے، کیا پڑھو؟ دین پڑھو! کوئی فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے، کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے، وہ بھی اِقرا یہ بھی اِقرا۔ اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے، اس کو گوارا کرلو۔

مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں کی۔ اگر کوئی شخص مجھ سے دین سیکھنا چاہتا ہے، میں یہ چاہوں کہ یہ مجھ سے سیکھے، دوسرے کے پاس نہ جائے، یہ مولانا عارف بھائی کے پاس دو چار آدمی آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، میں یہ چاہوں، کہ ان کو یہاں سے

7

ہٹاو، اس کو میرے پاس بھیجو۔ یہ بتاؤ! اخلاص ہوگا؟؟ یا ریاکاری ہوگی؟ اگر دین سیکھنے کے لیے ایک آدمی آرہا ہے اور ایک جماعت کے ذریعے دین سیکھ رہا ہے، تو اس سے آپ کو کیوں دشمنی ہو؟؟ اگر آپ کے ذریعے یہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حضرات تابعین فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس ہم جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو کہتے تھے کہ بھئی وہ فلاں بڑا عالم ہے، اس سے پوچھو، وہاں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ فلاں بڑا عالم ہے اس سے جا کر پوچھ لو۔ بعض اوقات گھوم پھر کر پھر پہلے آدمی کے پاس آتے تھے کہ وہ تو سب یہی کہ رہے ہیں کہ آپ بڑے عالم ہیں تو پھر ان کو مسئلہ بتاتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دین کو بتانے کی جو فضیلت ہے وہ میرے بھائی کو حاصل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ آج دنیا بن گئی ہے (Credit) کی ، (Credit) لینا ہے، سہرا کس کے سر بندھے؟ کس کا نام لیا جائے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ سرانجام دے دیا؟ میں قسم سے کہتا ہوں کہ اگر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ خیال میں بھی یہ بات ہوتی کہ دنیا میں میرا نام ہو جائے کہ اس نے دنیا میں دعوت دین کا بیڑا اٹھایا تو ہرگز وہ دعوت شروع نہ کرتے ، ان کے دل میں صرف اخلاص تھا۔ صرف للّٰہیت تھی ، صرف یہ کام تھا کہ اللہ تبارک وتعالی کے دین کو کوئی فائدہ پہنچ جائے ، آج ہم اس میں گلے پڑ گئے کہ جو ہماری پسندیدہ تنظیم ہے، اس میں آتا ہے وہ میرا ہے، دوسری تنظیم میں جاتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا دشمن ہے ،وہ میرا مخالف ہے۔ ضرورت پڑی تو اس سے لڑوں گا۔ ہاتھا پائی بھی کروں گا ،لڑائی بھی کروں گا ، اگر ضرورت پڑی قتل بھی کر دوں گا۔ العیاذ باللہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو خوب سمجھ لو کہ شیطان نے اپنا راستہ بنالیا ہے۔ جب یہاں تک راستہ پہنچ جائے کہ مسلمان مسلمان کے خلاف قتل وقتال پر آمادہ ہو جائے ، سمجھ لو کہ شیطان نے اس کے اندر راستہ بنالیا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی کہ وہ آپس میں قتل وقتال کے باوجود صحابی رہے، کیونکہ نیتیں دونوں کی خالص تھیں ،لیکن ہمارے دور میں قتل وقتال مسلمان کے ساتھ؟ ایک آدمی دوسرے پر پتھر اٹھائے ، دوسرے پر تلوار اٹھائے ، دوسرے پر گولی چلائے ، دوسرے کو دھکا دے ، دوسرے کو گرائے ، یہ سوائے شیطان کے اور کسی کا کام نہیں ہوسکتا۔

میرے بھائیو عزیزو! آج مجھے یہ بات کرنے کا آپ کے سامنے موقع مل گیا ، میرے علم میں کچھ بات

8

لائی گئی کہ الحمدللہ اجتماع میں دونوں قسم کے حضرات موجود تھے، یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں پر دونوں قسم کے حضرات جمع ہیں، اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے جمع ہیں، ان شاء اللہ اس پر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی۔ اپنے دلوں سے یہ کینہ نکالیے! اپنے دلوں سے یہ بغض ختم کیجیے! یہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کا سلسلہ بند کیجیے! اور سمجھیے کہ چلو ہم الگ ہو گئے ہیں لیکن جو اصل مقصود ہے اس میں ہم متحد ہیں، وہ ہے

اقرأ باسم ربك الذی خلق

میں نے آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، لیکن بس خلاصہ یہ ہے کہ اقرأ کو مضبوطی سے پکڑلو، اقرأ کو مضبوطی سے پکڑلو۔ دین پڑھو، دین پڑھاو، دین پہنچاؤ، لوگوں کو دین کے قریب لاؤ، جو کوئی دوسرا دین کے قریب لا رہا ہے، اسے اپنا بھائی سمجھو، اسے اپنا حریف نہ سمجھو، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارو!! حضرت مولانا محمد الیاس صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کے انوار و برکات ہیں جو اب تک چل رہے ہیں۔

لہٰذا ان کو خدا کے لیے، آپس کی دشمنیوں، عداوتوں، لڑائیوں، جھگڑوں سے برباد نہ کرنا۔ جو اصل مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے، جو کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے اهلاً وسهلاً اس کو خوش آمدید کہو۔ اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللھم یا ارحم الراحمین

তানজানিয়া কেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ

প্রথমে:
হজরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী সাহেব مدظلہم ২৭ রজব ১৪৪৬ হিজরি (মতাবিক ২৮ জানুয়ারী ২০২৫) তারিখে তানজানিয়ার তাবলিগি কেন্দ্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং চিন্তা-উদ্দীপক ভাষণ প্রদান করেছেন।
এই ভাষণে তিনি তাবলিগি জামাতের মধ্যে সংঘটিত মতভেদ এবং তার সমাধানের উপর আলোচনা করেছেন। তিনি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীভাবে আমাদের মধ্যে বিভাজন ও পৃথকীকরণ থেকে বাঁচার পরামর্শ দিয়েছেন।
এই ভাষণের একটি অংশ বর্তমানে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এটি এখানে উপস্থাপন করা হল।
জাযাকুমুল্লাহ খাইর।

**এত: দারুল উলুম মিডিয়া
জামিয়া দারুল উলুম, کراچی**
https://www.facebook.com/share/p/1DPoymE3ti/

تنزانیہ مرکز میں ایک اہم خطاب

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم نے مورخہ 27 رجب 1446ھ مطابق 28 جنوری 2025 ، تنزانیہ کے تبلیغی مرکز میں فکر انگیز خطاب فرمایا۔
یہ خطاب تبلیغی جماعت میں آنے والے اختلاف اور اس کے حل کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ جس میں انتہائی درد دل کے ساتھ آپس کی پھوٹ اور افتراق سے بچنے کی نصحیت کی گئی ہے۔
اس خطاب کا دستیاب حصہ ضبط شدہ پیش خدمت ہے۔
جزاکم اللہ خیرا

از: دارالعلوم میڈیا
جامعہ دارالعلوم کراچی

See Translation

تنزانیہ میں تبلیغی جماعت کے مرکز میں
حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم
کا فکر انگیز خطاب